তারিখ 12 APR 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

সমকাল

কওমির সর্বোচ্চ স্তরকে স্নাতকোত্তরের মর্যাদার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

■ সমকাল ডেস্ক

কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিসকে স্নাতকোত্তরের মর্যাদা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমি ঘোষণা দিচ্ছি– কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্স ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবির সমমান প্রদান করা হলো। গতকাল মঙ্গলবার রাতে গণভবনে কওমি মাদ্রাসার আলেম-ওলামাদের সঙ্গে এক বৈঠকে শেখ হাসিনা এ ঘোষণা দেন। কওমি মাদ্রাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ও দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতিগুলোকে ভিত্তি করে এ সমমান প্রদান করা হলো বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। খবর বাসসের।

কওমি মাদ্রাসার আলেমদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, প্রথমে এর একটা প্রজ্ঞাপন হবে। তারপর আপনারা যেভাবে চান, সবকিছু মিলিয়ে একটা আইনি ভিত্তি যেন হয় সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হবে। অনেকেই এ বিষয়ে প্রস্তাব রেখেছেন। আমি আশা করি, মন্ত্রী-সচিবসহ সংশ্লিষ্ট যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন; যাতে এই সনদের স্বীকৃতি দ্রুত হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

কওমির সর্বোচ্চ স্তরকে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

আরবি বিশ্ববিদ্যালয় করে দিয়েছি। যে ছেলেমেয়েরা এই সনদটা পাবে অন্তত তাদের ভবিষ্যৎটা আলোর পথে যাত্রা শুরু করবে। তারা দেশে-বিদেশে চাকরি করতে পারবে; বিভিন্ন জায়গায় কাজ পাবে। তাদের এতদিন শিক্ষার কোনো সরকারি স্বীকৃতি ছিল না; সনদের স্বীকৃতি ছিল না। এজন্য তারা কোথাও সুযোগ পেত না। এই সনদ হয়ে যাওয়ার পর সেই সুযোগ তারা পাবে। তাদের জীবন আর ব্যর্থ হবে না, সফল হবে।' শেখ হাসিনা বলেন, আমরা একটি ভূমি আইন করছি– তা নিয়ে প্রশ্ন এসেছে। সব ভূমি আইনেই ছিল, যখন কোনো ভূমি উন্নয়নের কাজ হয় তখন জমি অধিগ্রহণ করা হয়। অধিগ্রহণ করতে গেলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বাড়ি-ঘর, স্কুল-কলেজ অনেক কিছুই পড়ে। প্রধানমন্ত্রী এ সময় মসজিদে নববি ও হারাম শরিফের উদাহরণ দেন। এই মসজিদ দুটি সম্প্রসারণের জন্য অনেক ছোট ছোট মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছিল। কাজেই এটি নিয়ে অন্য কিছু যদি কেউ বলে থাকে তাহলে তা সঠিক বলছে না।

শেখ হাসিনা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, বাংলার মাটিতে জঙ্গিবাদের কোনো স্থান হবে না। তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরতে আলেমদের প্রতি অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি আর কেউ যেন সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পথে যেতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আপনারা দোয়া করবেন– যেন দেশের খেদমত করতে পারি।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন স্বাগত বক্তৃতা করেন। আরও বক্তৃতা করেন কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা আহমেদ শফি, জাতীয় দ্বিনি শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি মাওলানা ফরিদউদ্দিন, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা আশরাফ আলী, ওলামা-মাশায়েখ নেতৃবৃন্দের মধ্যে মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, আবদুল হালিম বোখারি, মাওলানা নূর হোসেন কাসেমী প্রমুখ।

সুপ্রিম কোর্টের ভাস্কর্য সরাতে কথা বলব : সুপ্রিম কোর্টে স্থাপিত ভাস্কর্য সরানোর বিষয়ে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এ বিষয়ে তিনি বলেন, হাইকোর্টের সামনে গ্রিক থেমেসিসের একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। সত্য কথা বলতে কি, আমি নিজেও তা পছন্দ করিনি। কারণ গ্রিক থেমেসিসের মূর্তি আমাদের এখানে আসবে কেন। এটা আমাদের দেশে আসার কথা না। আর গ্রিকদের পোশাক ছিল একরকম; সেখানে মূর্তি বানিয়ে তাকে আবার শাড়িও পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাও একটা হাস্যকর ব্যাপার করা হয়েছে। এটা কেন করা হলো, কারা কীভাবে করল– তা আমি জানি না। ইতিমধ্যে প্রধান বিচারপতিকে আমি এ খবরটা দিয়েছি। খুব শিগগির আমি তার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করব। আমি নিজেও মনে করি, এটা এখানে থাকা উচিত নয়। তিনি আরও বলেন, আমি বলবো– আপনারা ধৈর্য ধরেন। কারণ, এটা নিয়ে কোন হৈচৈ নয়। একটা কিছু যখন করে ফেলেছে, সেটাকে আমাদের সরাতে হবে। আপনারা ধৈর্য ধরেন, এটা নিয়ে হৈচৈ করা নয়। আমার ওপর এটুকু ভরসা রাখবেন। যা যা করা দরকার আমরা তা তা করব।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর